পল্লিসাহিত্য

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের উত্তর

১। আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশা স্রোতে অতল গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে কী?

(ক) উপকথা

(খ) প্রবাদ

(গ) ছড়া

(ঘ) পল্লিগান

২। 'কিন্তু হায়! এ কাজের জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল কই?-মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র এ হতাশা দূর হতে পারে কীভাবে?

(ক) স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করে

(খ) সভা-সমিতিতে যথাযথ উপস্থাপন করে

(গ) ফোকালো সোসাইটি স্থাপন করে

(ঘ) জনসাধারণকে সচেতন করে

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ষোল চাষে মুলা

তার অর্ধেক তুলা

তার অর্ধেক ধানা

বিনা চাষে পান

৩। উদ্দীপকটির ধরন হলো-

(ক) প্রবাদ প্রবচন

(খ) খনার বচন

(গ) ডাকের কথা

(ঘ) লোকগাথা

৪। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কত খ্রিষআব্দে জন্ম গ্রহণ করেন?

(ক) ১৮৮৫

(খ) ১৮৯০

(গ) ১৯১০

(ঘ) ১৯১২

৫। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অন্যতম কালজয়ী সম্পাদনা গ্রন্থ কোনটি?

(ক) বাংলা সাহিত্যের কথা

(খ) বাংলা আঞ্চলিক ভাষার অভিধান

(গ) বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ

(ঘ) বাংলঅ ভাষার ইতিবৃত্ত

৬। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কবে মৃত্যুবরণ করেন?

(ক) ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ৯ ডিসেম্বর

(খ) ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ৬ জুন

(গ) ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ জুলাই

(ঘ) ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের ৬ আগষ্ট

৭। 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে কোন পাখির কথা উল্লেখ করা হয়েছে

(ক) কোকিল, দোয়েল, পাপিয়া

(খ) কাক, চিল,ত কোকিল

(গ) শকুন, পাপিয়া, কাক

(ঘ) দোয়েল, শকুন, বুলবুলি

৮। পল্লির পরতে পরতে কোনটি ছড়িয়ে আছে?

(ক) নাটক

(খ) প্রবন্ধ

(গ) প্রহসন

(ঘ) সাহিত্য

৯। 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের আলোকে কোন যুক্তিটি সমর্থনযোগ্য?

(ক) পল্লির পরতে পরতে সাহিত্য ছড়িয়ে আছে

(খ) পল্লির আকাশে-বাতাসে সাহিত্য ছড়িয়ে আছে

(গ) পল্লির ঘরে ঘরে সাহিত্য ছড়িয়ে আছে

(ঘ) পল্লির গাছে গাছে সাহিত্য ছড়িয়ে আছে

১০। পল্লির পরতে পরতে লুক্কায়িত সাহিত্য নিয়ে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ রচিত প্রবন্ধের নাম-

(ক) পল্লিকথা

(খ) পল্লিগানের ইতিকথা

(গ) পল্লি সাহিত্য

(ঘ) পল্লিজীবন

১১। কোথায় বাস করে আমরা ভুলে যাই বায়ু সাগরে আমরা ডুবে আছি?

(ক) ঘরের মধ্যে

(খ) তাঁবুর মধ্যে

(গ) বাতাসের মধ্যে

(ঘ) আলোর মধ্যে

১২। 'পল্লিসাহিত্য' মানে-

(ক) যে সাহিত্যের সকল উপাদান পল্লি থেকে প্রাপ্ত

(খ) যে সাহিত্যের আংশিক উপাদান পল্লি থেকে প্রাপ্ত

(গ) যে সাহিত্যের অর্ধেক উপাদান পল্লি থেকে প্রাপ্ত

(ঘ) যে সাহিত্যে পল্লির উপাদান নেই

১৩। যেখানে অনেক বড় সাহিত্য ও সাহিত্যের উপকরণ ছড়িয়ে আছে, তা প্রকাশে নিচের কোন যুক্তিটি সমর্থনযোগ্য?

(ক) পাড়া গাঁয়ে

(খ) শহরে

(গ) বন্দরে

(ঘ) নগরে

১৪। "ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন সংগ্রহ করে দেখিয়েছেন সাহিত্যের কী এক অমূল্য খনি পল্লিজননীর বুকে লকিয়ে আছে।"-কী সংগ্রহ করে দেখিয়েছেন?

(ক) মৈনসিংহ গীতিকা

(খ) দেওয়ানা মদিনা
(গ) রূপকথা
(ঘ) উপকথা

১৫। বাংলাদেশের অন্যতম লোকগাথার নাম কী?
(ক) তেপান্তর
(খ) গ্রাম-গ্রামান্তর
(গ) আলোর মিছিল
(ঘ) মৈমনসিংহ গতিকা

১৬। 'মৈমনসিংহ গীতিকার'র মদিনা বিবির সৌন্দর্যে কে মুগ্ধ হয়েছিলেন?
(ক) রোমাঁ রোলাঁ
(খ) শেকসপিয়র
(গ) শেলী
(ঘ) ড.দীনেশ চন্দ্র সেন

১৭। রোমাঁ রোলাঁ যার রূপসৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেনে তিনি কে?
(ক) মদিনা বিবি
(খ) মেহের বানু
(গ) খায়রুন সুন্দরী
(ঘ) মহুয়া

১৮। 'কন্তু হায়! এ কাজের জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল কই? এখানে কী কাজের কথা বলা হয়েছে?
(ক) বাংলার প্রত্যেক পল্লি থেকে লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও প্রকাশ
(খ) বিদেশি সাহিত্য সংগ্রহ
(গ) শহুরে সাহিত্য প্রকাশ
(ঘ) আধুনিক গল্পগুলো প্রকাশ

১৯। পল্লির সাহিত্য-সম্পদের মধ্যে জারি, সারি ও ভ্যাটিয়ালি গানগুলো-
(ক) প্রাচীন রত্নসম্পদ
(খ) অমূল্য রত্নবিশেষ
(গ) আধুনিক রত্নবিশেষ
(ঘ) শৌখিন রত্নবিশেষ

২০। পল্লির ছেলেমেয়েরা কাদের কাছে রূপকথার গল্প শোনে?
(ক) কৃষি শ্রমিক
(খ) বুড়োবুড়ি
(গ) মনসুর বয়াতি
(ঘ) কবিয়াল

২১। "শুনতে শুনতে ছেলেবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছি, সেগুলো না কত মনোহর!"- কোনগুলো শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ার কথা বলা হয়েছে?
(ক) কবিতা
(খ) ছড়া
(গ) রূপকথা
(ঘ) উপকথা

২২। পল্লিসাহিত্যের কোন উপকরণকে প্রাবন্ধিক সুদূর অতীতে সাক্ষীরূপে গণ্য করেছেন?
(ক) উপকথাকে
(খ) রূপকথাকে
(গ) প্রবাদ-প্রবচনকে
(ঘ) খনার বচনকে

২৩। কোনটি নষ্ট হয়ে অতীতে সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ লোপ করে দিচ্ছে?
(ক) উপকথা
(খ) রূপকথা
(গ) পল্লিগীতি
(ঘ) খনার বচন

২৪। 'ফোকলোর সোসাইট' কোন দেশে আছে?
(ক) জাপানে
(খ) ইতালিতে
(গ) ইংল্যান্ডে
(ঘ) ফ্রান্সে

২৫। 'বড় বড় বিদ্বানদের সভা আছে, যাকে বলা হয় Folklore Society'
(ক) এশিয়ায়, জাপানে
(খ) ভারতে, শ্রীলঙ্কায়
(গ) ইউরোপে, আমেরিকায়
(ঘ) চীনে, মালদ্বীপে

২৬। Folklore Society কী?
(ক) বিদ্বানদের সভা
(খ) উন্নত সমাজ
(গ) পুরনো সমাজ
(ঘ) আধুনিক সভ্য সমাজ

২৭। 'ঠাকুরমার ঝুলি'-র লেখক কে? অথবা, ঠাকুরমার ঝুলি-র রচয়িতা কে?
(ক) ড.দীনেশচন্দ্র সেন
(খ) প্রমথ চৌধুরী
(গ) দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার
(ঘ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

২৮। বাংলাদেশের সমস্ত উপকথাগুলো একসাথে একসাথে একসাথে জড়ো করলে যার মতো কয়েক বলামে সংকুলান হতো না, লেখক তা ফুটিয়ে তুলেছেন কোন উপমার মাধ্যমে?
(ক) বিশ্বকোষ
(খ) বিশ্বভান্ডার
(গ) বিশ্বগ্রন্থ
(ঘ) বিশ্ববিচিত্রা

২৯। 'উন বর্ষায় দুনো শীত।'- এর সাথে সাদৃশ্য রয়েছে কোনটির?
(ক) কলা রুয়ে না কেটো পাত, তাতেই কাপড় তাতেই ভাত

(খ) রোদ হচ্ছে পানি হচ্ছে, খেঁকশিয়ালীর বিয়ে হচ্ছে

(গ) রোদ হচ্ছে পানি হচ্ছে, খেঁকশিয়ালীর বিয়ে হচ্ছেমন মাঝি তোর বৈঠা নেরে, আমি আর বাইতে পারলাম না

(ঘ) আপনি বাঁচলে বাপের নাম

৩০। 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক সার্থক প্রবাদবাক্য ফুটিয়ে তুলেছেন কোন বিষয়টির মাধ্যমে?

(ক) ধরি মাছ, না ছুঁই পানি

(খ) নাই নাই টাকা নাই

(গ) খাই খাই ভাত খাই

(ঘ) রোদ হচ্ছে, পানি হচ্ছে খেঁকশিয়ালীর বিয়ে হচ্ছে

৩১। 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের নামকরণ কোন যুক্তিতে 'পল্লিসাহিত্য'-এর পরিবর্তে 'লোকসাহিত্য' রাখা যায়?

(ক) ছড়া, বিজলিবাতি ইত্যাদি লোকসাহিত্যের উপকরণ

(খ) মোটরগাড়ি ও রাজ রাজড়ার কথা লোকসাহিত্যের উপকরণ

(গ) প্রচলিত ছড়া, প্রবাদ-প্রবচন ইত্যাদি লোকসাহিত্যের উপকরণ

(ঘ) আলিবাবা ও মোটরগাড়ির কথা ইত্যাদি লোসাহিত্যে'

প্রবন্ধে লেখক এ কথার প্রমাণ দিয়েছেন কোন বিষয়টির মাধ্যমে?

৩২। "কত যুগের ভূয়োদর্শনের পরিপক্ক ফল সঞ্চিত হয়েছে আছে, কে তা অস্বীকার করতে পারে?" পল্লিসাহিত্য প্রবন্ধে লেখক এ কথার প্রমাণ দিয়েছেন কোন বিয়টার মাধ্যমে?

(ক) মারফতি গান

(খ) ভাটিয়ালি গান

(গ) ডাক ও খনার বচন

(ঘ) রূপকথা

৩৩। জাতির পুরনো ইতিহাসের অনেক গোপন কথাও খুঁজে পাওয়া যায়- কোনটিতে?

(ক) উপকথা ও রূপকথা

(খ) প্রবাদ বাক্য, ডাকাও খনার বচন

(গ) পল্লিগান

(ঘ) ছড়া ও খেলার গৎ

৩৪। পল্লিসাহিত্যের উপাদানগুলোর মধ্যে কোনটিতে জাতির ঐতিহাসিক তথ্য লক্ষ করা যায়?

(ক) নটে গাছটি মুড়োলো আমার কথাটি ফুরোলো

(খ) কলা রুয়ে না কেটো পাত তাতেই কাপড় তাতেই ভাত

(গ) একহাত বোল্লা বার হাত শিং

(ঘ) ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গি এল দেশে

৩৫। 'পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর।' এ প্রবাদ বাক্যটি কোন সময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়?

(ক) যখন মুর্শিদাবাদ বঙ্গের রাজধানী ছিল

(খ) যখন পান্ডুয়া বঙ্গের রাজধানী ছিল

(গ) যখন জাহাঙ্গীরনগর বঙ্গের রাজধানী ছিল

(ঘ) যখন গৌড় বঙ্গের রাজধানী ছিল

৩৬। 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে বঙ্গের রাজধানী পান্ডুয়ার সমকালীন সময়ের কথা ফুটে উঠেছে কোন বিষয়টি প্রয়োগের মাধ্যমে?

(ক) পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর

(খ) ধরি মাছ না ছুঁই পানি

(গ) আপনি বাঁচলে বাপের নাম

(ঘ) নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা

৩৭। 'পল্লিসাহিত্য প্রবন্ধে উল্লিখিত 'পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর' প্রবাদটি সম্পর্কে নিচের কোন যুক্তিটি সমথনযোগ্য?

(ক) বঙ্গের রাজধানী যখন পান্ডুয়া ছিল তখনকার কথা মনে করিয়ে দেয়

(খ) বঙ্গের রাজধানী যখন গৌড় ছিল তখনকার কথা মনে করিয়ে দেয়

(গ) বঙ্গের রাজধানী যখন মুর্শিদাবাদ ছিল তখনকার কথা মনে করিয়ে দেয়

(ঘ) বঙ্গের রাজধানী যখন নদীয়ায় ছিল তখনকার কথা মনে করিয়ে দেয়

৩৮। "রোদ হচ্ছে, পানি হচ্ছে, খেঁকশিয়ালির বিয়ে হচ্ছে।"-এটা কোন ধরনের সাহিত্য?

(ক) ছড়া

(খ) গান

(গ) গজল

(ঘ) কবিতা

৩৯। 'এগুলি সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস'-কোনগুলো?

(ক) ছড়া ও গান

(খ) ছড়া ও গৎ

(গ) রূপকথা ও উপকথা

(ঘ) প্রবাদ ও প্রবচন

৪০। 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে কোনগুলোকে সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস বলা হয়েছে?

(ক) ডাক ও খনার বচন

(খ) প্রবাদবাক্য ও বাঁধাবুলি

(গ) ঘুমপাড়ানি গান ও ছড়া

(ঘ) পল্লিগান ও রূপকথা

৪১। পল্লিসাহিত্য সম্পদের মধ্যে কোনটি অমূল্য রত্নবিশেষ?

(ক) উপকথা

(খ) ছড়া

(গ) প্রবাদ

(ঘ) পল্লিগান

৪২। পল্লিসাহিত্যের কোন ধারাকে অমূল্য রত্নবিশেষ বলা হয়?

(ক) পল্লিগীতি

(খ) প্রবাদ-প্রবচন

(গ) মৈমনসিংহ গীতিকা
(ঘ) খনার বচন

৪৩। লেখক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ পল্লিগীতিকে কী বিশেষণে বিশেষিত করেছেন?
(ক) অমূল্য রত্নবিশেষ
(খ) সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস
(গ) নৃতত্ত্বের মূল্যবান উপকরণ
(ঘ) মারফতি তত্ত্বকথা

৪৪। গানের অফুরন্ত ভান্ডার আছে কোথায়?
(ক) শহরের মধ্যে
(খ) শিক্ষিত লোকের মধ্যে
(গ) পল্লির আনাচে-কানাচে
(ঘ) বিদেশি গ্রন্থে

৪৫। "তাতে কত প্রেম, কত গান, কত সৌন্দর্য, কত তত্ত্বজ্ঞান ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে"-কিসে?
(ক) পল্লিগানে
(খ) ছড়ায়
(গ) খনার বচনে
(ঘ) প্রবচনে

৪৬। "মন মাঝি তোর বৈঠা নে রে/ আমি আর বাইতে পারলাম না।"-এটা কোন ধরনের গান?
(ক) রাখালি
(খ) জারিগান
(গ) মারফতি গান
(ঘ) সারিগান

৪৭। বাংলা সাহিত্যের কয় আনা শহুরে সাহিত্য?
(ক) পনের আনা
(খ) বারো আনা
(গ) চার আনা
(ঘ) এক আনা

৪৮। রাজ-রাজড়ার কোন সাহিত্যের প্রতীক?
(ক) নাগরিক সাহিত্য
(খ) লোকসাহিত্য
(গ) পল্লিসাহিত্য
(ঘ) গ্রামীণ সাহিত্য

৪৯। "সে সাহিত্যে আছে রাজ-রাজড়ার কথা, বাবু-বিবির কথা মোটরগাড়িরর কথা, বিজলি বাতির কথা, সিনেমা থিয়েটারের কথা, চায়ের বাটিতে ফুঁ দেবার কথা।"-কোন সাহিত্যে এসব কথা আছে?
(ক) প্রাচীন সাহিত্যে
(খ) নাগরিক সাহিত্যে
(গ) উপকথায়
(ঘ) পল্লিসাহিত্যে

৫০। পল্লিসাহিত্যের সাথে প্রাবন্ধিক নাগরিক সাহিত্যের তুলনামূলক বক্তব্যটি ফুটিয়ে তুলেছেন কোন বিষয়টি প্রয়োগের মাধ্যমে?
(ক) রাজরাজড়ার কথা
(খ) প্রবন্ধের আঙ্গিকে গঠন
(গ) ছড়া ও গৎ
(ঘ) ভাষা বিন্যাস

৫১। "একবার' এবার ফিরাও মোরে' বলে আবার পুরনো পথে নাগরিক সাহিত্য নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন।"- কে নাগরিক সাহিত্য নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন?
(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(খ) পল্লিকবি জসীমউদ্দীন
(গ) কাজী নজরুল ইসলাম
(ঘ) ফররুখ আহমেদ

৫২। "আজ দরকার হয়েছে শহুরে সাহিত্যের বালাখানার পাশে গেঁয়ো সাহিত্যের জোড়াবাংলা ঘর তুলতে।" এ মন্তব্যের মধ্য দিয়ে লেখক কোনটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন?
(ক) বিদেশি সাহিত্যকে
(খ) পল্লিসাহিত্যকে
(গ) শহুরে সাহিত্যকে
(ঘ) পল্লি ও শহুরে উভয় সাহিত্যকে

৫৩। ইউরোপ-আমেরিকার মতো আমাদের দেশেও অনাগতকাল কোন সাহিত্য আদরের আসন পাবে?
(ক) পল্লিসাহিত্য
(খ) শহুরে সাহিত্য
(গ) নাগরিক সাহিত্য
(ঘ) প্রলেতারিয়েত সাহিত্য

৫৪। 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে পল্লির উপকথাগুলোতে লেখক কোন আবেদনকে প্রাধানা দিয়েছেন?
(ক) সাহিত্য আবেদন
(খ) সর্বজনীন আবেদন
(গ) সাংস্কৃতিক আবেদন
(ঘ) শৈল্পিক আবেদন

৫৫। পল্লিসাহিত্যে পল্লিজননীর হিন্দু-মুসলমানদের অধিকার বন্টন লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন কোন বিষয়টির মাধ্যমে?
(ক) সমান অধিকার
(খ) অধিকার সমান নয়
(গ) আংশিক অধিকার
(ঘ) অসম অধিকার

৫৬। মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে পল্লিসাহিত্যের এখনও সমাদর করে কারা?
(ক) শহুরে লোকেরা
(খ) পাড়াগাঁয়ের লোকেরা
(গ) অশিক্ষিত ব্যক্তিরা

(ঘ) পন্ডিত ব্যক্তিরা

৫৭। 'মৈমনসিংহ গীতিকা' কে সংগ্রহ করেছেন?

(ক) কবি জসীমউদ্দীন

(খ) ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন

(গ) ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

(ঘ) চন্দ্রকুমার দে

৫৮। পশ্চিমের সাহিত্য রসিক রোমাঁ রোলাঁ কোন দেশের লোক

(ক) জার্মানি

(খ) ইংল্যান্ড

(গ) ইতালি

(ঘ) ফ্রান্স

৫৯। রোমাঁ-রোলাঁর পরিচয় হিসেবে কোন তথ্যটি সমর্থণযোগ্য?

(ক) ইতালির কালজয়ী সাহিত্যিক ও দার্শনিক

(খ) ফরাসি দেশের বিখ্যাত ঐতিহাসিক

(গ) ফরাসি দেশের কালজয়ী সাহিত্যিক ও দার্শনিক

(ঘ) ফরাসি দেশের বিখ্যাত প্রকৌশলবিদ

৬০। রোমাঁ রোলাঁ কত খ্রিষ্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন?

(ক) ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে

(খ) ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে

(গ) ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে

(ঘ) ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে

৬১। রোমাঁ রোলাঁ কখন জন্মগ্রহণ করেন?

(ক) ১৬৭৬ খ্রিষ্টাব্দে

(খ) ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে

(গ) ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে

(ঘ) ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে

৬২। 'জাঁ ক্রিস্তফ' গ্রন্থের রচয়িতার নাম কী?

(ক) রোমাঁ রোলাঁ

(খ) শেক্সপিয়র

(গ) বায়রন

(ঘ) মিল্টন

৬৩। ১৯১৫ সালে সাহিত্যে কে নোবেল পুরস্কার লাভি করেন?

(ক) রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর

(খ) পাবলো নেরুদা

(গ) এস পার্ল বাক

(ঘ) রোমাঁ রোলাঁ

৬৪। মনসুর বয়াতি কে?

(ক) 'দেওয়ানা মদিনা' পালার কবি

(খ) একজন কণ্ঠশিল্পী

(গ) একজন সুরস্রষ্টা

(ঘ) একজন গীতিকার

৬৫। দস্যুদলকে কাবু করার ক্ষেত্রে আলিবাবার সহায়ক কে?

(ক) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

(খ) রোমাঁ রোলাঁ

(গ) বুদ্ধিমতী বাঁদী মর্জিনা

(ঘ) দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

৬৬। ফোকলোর সোইটর কাজ কী?

(ক) উপকথা সংগ্রহ করা

(খ) পল্লিজীবনকে তুলে ধরা

(গ) পল্লিজীবন অবলম্বনে সাহিত্য রচনা করা

(ঘ) পল্লির প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রহ করা

৬৭। 'ফোকলোর' কথাটির উদ্ভাবক কে?

(ক) দক্ষিণারঞ্জন মিত্র

(খ) উইলিয়াম থমস

(গ) মনসুর বয়াতি

(ঘ) জীবনানন্দ দাশ

৬৮। ফোকালোর সোসাইটি সর্বপ্রথম কোথায় গঠিত হয়?

(ক) আমেরিকায়

(খ) ইতালিতে

(গ) লন্ডনে

(ঘ) ফ্রান্সে

৬৯। মানুষের উৎপত্তি ও বিকাশ সংক্রান্ত বিজ্ঞান কোনটি?

(ক) প্রত্নতত্ত্ব

(খ) নৃতত্ত্ব

(গ) ভূতত্ত্ব

(ঘ) প্রাণিতত্ত্ব

৭০। মানুষের উৎপত্তি ও বিকাশের সাথে সম্পর্কিত নিচের কোন তথ্যটি সমর্থনযোগ্য?

(ক) প্রত্নতত্ত্ব

(খ) পৃতত্ত্ব

(গ) ধ্বনিতত্ত্ব

(ঘ) রূপতত্ত্ব

৭১। "নাচতে নাজনালে উঠান বাঁকা"-এটি কী?

(ক) প্রবাদ বাক্য

(খ) ডাক

(গ) গৎ

(ঘ) খনার বচন

৭২। 'খনা' কে?

(ক) নেত্রী

(খ) জ্যোতিষী

(গ) মহিয়সী

(ঘ) কবি

৭৩। 'প্রচুর দেখা ও শোনা মাধ্যমে অর্জিত অভিজ্ঞতা'- এমন অর্থ প্রতাশের সঙ্গে নিচের কোন শব্দটি সমর্থনযোগ্য?

(ক) নৃতত্ত্ব

(খ) ভূয়োদর্শন
(গ) প্রত্মতত্ত্ব
(ঘ) প্রবাদবাক্য

৭৪। 'Proletariat' সাহিত্য বলতে লেখক কোন ধরনের সাহিত্য বুঝাতে চেয়েছেন? অথবা 'Proletariat' সাহিত্য কি
(ক) নির্যাতিত শ্রমজীবীদের সাহিত্য
(খ) এক ধরনের রসসাহিত্য
(গ) বিদেশি বিপ্লবী সাহিত্য
(ঘ) অবস্থাপন্ন পল্লিবাসীর সাহিত্য

৭৫। ফক্কিকার বলতে কী বোঝায়?
(ক) ফাঁকিবাজি
(খ) ফন্দিফিকির
(গ) ফরমান
(ঘ) ফরিয়াদ

৭৬। 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক মুলবক্তব্যটি ফুটিয়ে তুলেছেন কোন বিষয়টি প্রয়োগের মাধ্যমে?
(ক) প্রবন্ধের আঙ্গিকে গঠন
(খ) পল্লিসাহিত্যের যথার্থ উপকরণ
(গ) উপমা ও রূপক
(ঘ) ভাষার প্রয়োগ

৭৭। লেখক কেন পল্লিসাহিত্য সংগ্রহকে জরুরি মনে করেন?
(ক) জাতীয় সাহিত্যের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য
(খ) জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরার জন্য
(গ) বিদেশি সংস্কৃতির অগ্রাসন রোধ করার জন্য
(ঘ) শহুরে সাহিত্যের আগ্রাসন থেকে রক্ষ করার জন্য

৭৮। পল্লিসাহিত্য সমুন্নত রাখার উপায়
(ক) প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পল্লিসাহিত্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ
(খ) পল্লিসাহিত্য সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান
(গ) পল্লিসাহিত্যের আসর বসানো
(ঘ) পল্লিগ্রামে বসতি গড়ে তোলা

৭৯। 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক কী আবেদন জানিয়েছেন?
(ক) পল্লিসাহিত্যকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা
(খ) পল্লিজীবনের সুখ-দুঃখ নিয়ে গ্রন্থ রচনা করা
(গ) পল্লিসাহিত্যকে শিশু-কিশোরদের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা
(ঘ) আধুনিক সাহিত্যের প্রসার রোধ করা

৮০। পল্লিসাহিত্যকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করতে প্রয়োজন-
i. পাঠ্যসচিতে উন্তর্ভক্ত করা
ii. চাষাদের ভদ্র সমাজের উপযোগী করে তোল
iii. পল্লিসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii
(খ) ii ও iii
(গ) i ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

৮১। "দেশের আলো-বাতাসের মতো সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি।" এ সম্পত্তির প্রমাণ দিয়েছেন লেখক কোন বিষয়টি উল্লেখের মাধ্যমে?
i. রূপকথা, দেওয়ান মদিনা, ছড়া
ii. রূপকথা, পল্লিগাথা, ছড়া
iii. পল্লিগাথা, প্রবাদ জারি গান
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii
(খ) ii ও iii
(গ) iও iii
(ঘ) i, ii ও iii

৮২। 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে নিম্নলিখিত স্থান ও দেশের নাম পাওয়া যায়-
i. লিথোনিয়া, সুমাত্রা, জাভা
ii. সিংহল, সুমাত্রা, কম্বোডিয়া
iii. সুমাত্রা, ওয়েলস, জাভা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii
(খ) ii ও iii
(গ) i ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

৮৩। 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে নিম্নলিখিত শব্দগুলো পাওয়া যা-
i. গায়ক, বাদক, নর্তক
ii. আধুনিক, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক
iii. পাড়াগাঁ, জোড়বাংলা, ভূয়োদর্শন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii
(খ) ii ও iii
(গ) i ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

৮৪। 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে আমরা যেসব পাখির নাম পাই-
i. দোয়েল, কোকিল
ii. কোকিল, পাপিয়া
iii. ময়না, টিয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii
(খ) ii ও iii
(গ) i ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

৮৫। 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে আমরা আরব্য উপন্যাসের উপরকণ পাই-

i. দোয়েল, কোকিল

ii. কোকিল, পাপিয়া

iii. ময়না, টিয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) ii ও iii

(গ) i ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

৮৬। নিচে কতিপয় গানের কথা বলা হলো-

i. জারি গান, সারি গান, ভাটিয়ালি গান

ii. রাখালি গান, মারফতি গান

iii. পপগান, আধুনিক গান

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) ii ও iii

(গ) i ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

৮৭। মাটির ঘরে মাটির মানুষ হয়ে থাকতে চাওয়া বলতে বোঝানো হয়েছে-

i. নাগরিক সাহিত্যকে পরিত্যাগ

ii. পল্লিসাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ

iii. লোকসাহিত্যের মূল্যায়ন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) ii ও iii

(গ) i ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

৮৮। কিন্তু হায়! এ কাজের জন্য স্বেচ্ছাসেবক দল কই? পল্লিসাহিত্য সংগ্রহের কাজে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লার এ হতাশা দূর হতে পারেন-

i. পল্লিসাহিত্য সভার আয়োজন করে

ii. ফোকলোর সোসাইটি স্থাপন করে

iii. জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) ii

(গ) iiও iii

(ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৮৯ ও ৯০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

রানা কিছুতেই ঘুমোবে না। মা বললেন, "এসো তোমরকে রূপকথার ঘুমন্ত রাজকন্যা আর পঙ্গিরাজ ঘোড়ার ঘোড়ার গল্প বলব।" রানা বলল,"আমি ওসব শুনব না।" রানা টিভি ছেড়ে কার্টুন ছবি দেখতে বসল। মা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে স্বগত বললেন, "হায়, আধুনিক প্রযুক্তির অপ্রতিরোধ্য প্রভাব দিনকে দিন আমাদের অতীতে সঙ্গে সম্বন্ধের সকল শিকড় ছিঁড়ে দিচ্ছে।"

৮৯। উদ্দীপকে প্রকাশ পেয়েছে লোকসাহিত্যের-

(ক) গুরুত্ব

(খ) মর্যাদা

(গ) আন্তরিকতা

(ঘ) পক্ষপাতিত্ব

৯০। 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের যে দিকটি উদ্দীপকে প্রকাশ পেয়েছে-

i. আধুনিক প্রযুক্তির প্রাদুর্ভাব

ii. অসিতত্ব হারানোর যন্ত্রণঅ

iii. আধুনিক সভ্যতার অবস্থা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) ii ও iii

(গ) i ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৯১ ও ৯২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

ইমনের মা অফিস ছুটির পর বাসায় এসে খানিক বিশ্রাম নিয়ে ইমনকে পড়াতে বসাল। কিন্তু ইমনের পড়তে মোটেও ভালো লাগছিল না। সে মায়ের কাছে গল্প শুনতে বায়না ধরল। মা তাকে শেক্সপিয়রের গল্পের অনুবাদ শুনাল।

৯১। উদ্দীপকটিতে প্রকাশ পেয়েছে লোকসাহিত্যের প্রতি এখনকার শিক্ষিত জননীদের-

(ক) আন্তরিকতা

(খ) অবহেলা

(গ) পক্ষপাতিত্ব

(ঘ) মর্যাদা প্রদান

৯২। এই অবেলার জন্য যে বিষয়টি দায়ী-

i. আধুনিক শিক্ষার প্রভাব

ii. আধুনিক প্রযুক্তি প্রভাব

iii. শিক্ষিত জননীর চিন্তা-চেতনা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) ii ও iii

(গ) i ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৯৩ ও ৯৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

বাংলা একাডেমির তত্ত্বাধানে ৬৪ জেলায় লোক সংস্কৃতি বিকাশ শীর্ষক কর্মসূচি যেন সফলভাবে সম্পাদিত হয় সেটাই সকলের প্রত্যাশা।

৯৩। বাংলা একাডেমির উদ্যোগটি তোমা পঠিত কোনটির প্রধান বিষয়

(ক) দুই মুসাফির

(খ) পল্লিসাহিত্য

(গ) বই পড়া

(ঘ) শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব

৯৪। প্রধান বিষয় হওয়ার কারণ-

i. লোকসংস্কৃতি বিকাশে উদ্যোগে গ্রহণ

ii. স্বেচ্ছাসেবক দল সৃষ্টি

iii. প্রাবন্ধিকের ইচ্ছার প্রতিফলন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) ii ও iii

(গ) i ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

নিচের অংশটি পড় এবং ৯৫ ও ৯৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

ইচলদি গ্রামের ছেলেরা নসু বয়াতির গান শুনে আগে ডিসম্বরে স্কুলের ছুটি কাটাত। মাঝে মাঝে পরীবানু ও কমলা সুন্দরীল পালা গান হতো হাই স্কুলে মাঠে। ছেলে বুড়ো সবাই উৎকর্ণ হয়ে শুনত সে পালা গান। এখন এ আসর বসলেও চাষাভুষার আয়োজন বলে সবাই পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

৯৫। উদ্দীপকটিতে প্রকাশ পেয়েছে পল্লিগানের প্রতি-

(ক) অবজ্ঞা

(খ) উদাসীনতা

(গ) তাচ্ছিল্য

(ঘ) ঘৃণা

৯৬। গ্রামবাসরি বয়াতির গান ও পালা গান শুনতে না চাওয়ার কারণ-

i. নিজেদেরকে বেশি শিক্ষিত মনে হওয়া

ii. আধুনিক সংস্কৃতি চর্চায় ব্যস্তাতা

iii. লোকসংস্কৃতির প্রতি অবহেলা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) ii ও iii

(গ) i ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

০১। এ লেভেল পরীক্ষা শেষে মিতু বাবা-মা'র সঙ্গে গ্রামের বাড়ি বেড়াতে আসে। গ্রামে তখন পৌষ মেলা বসেছে। মেলায় মিতু বয়াতীর কণ্ঠে 'একটা ছিল সোনার কইন্যা, মেঘ বরণ কেশ, ভাটি অঞ্চলে ছিল সেই কইন্যার দেশ' গানটি শুনে বিমোহিত হয়। সে তার বাবা-মা'কে জিজ্ঞাসা করে মা এতদিন কেন আমি এ গানগুলো শুনি নি। এ গানগুলোই তো বড় আপু খুঁজছে তার থিসিসের জন্য। আমি এবার আপুর জন্য গানগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে যাব।

(ক) সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস কোনটি?

(খ) আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশা স্রোত বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন?

(গ) মিতুর এ গানগুলো না শোনার কারণটি 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) উদ্দীপকের মিতুই যেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র চাওয়া পল্লি জননীর মনোযোগী সন্তান– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

➲ ১নং প্রশ্নের উত্তর ➲

(ক) সরস প্রাণের জীবন্ত উৎস হলো– ঘুমপাড়ানি গান ও খোকা-খুকির ছড়া।

(খ) আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশা স্রোত বলতে লেখক বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার চাপে পল্লিসাহিত্যগুলো তলিয়ে যাওয়ার বিষয়টিকে বুঝিয়েছেন। বর্তমানে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে, তাতে পল্লিসাহিত্য সম্পর্কে জানার কোন উপায় নেই। এই শিক্ষাব্যবস্থা মানুষকে শুধু কর্মমুখী করে তুলছে। নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানার কোন সুযোগ এখানে নেই। শিক্ষাব্যবস্থায় পল্লিসাহিত্যের অনুপস্থিতি মানুষকে নিজের পরিচয় সম্পর্কে উদাসীন করে তুলছে। আধুনিক যুগে শিশুরা আর রূপকথা, উপকথা শোনে না। কারণ, শিক্ষাব্যবস্থায় এগুলো অন্তর্ভুক্ত না থাকায় এগুলো তাদের অজানায় থেকে যাচ্ছে। শিক্ষাব্যবস্থায় পল্লিসাহিত্যের অবহেলা এবং আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার চাপের কথা উল্লেখ করে লেখক একথা বলেছেন।

(গ) মিতুর এ গানগুলো না শোনার কারণ হলো শহুরে গানের প্রভাব। এ বিষয়টি 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধেও উত্থাপিত হয়েছে। একটি জাতির ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি একদিনে তৈরি হয় না। ধীরে ধীরে অনেক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি জাতির তার অস্তিত্বের বিকাশ ঘটায়। যেকোনো পরিস্থিতিতে, যেকোনো মূল্যে নিজের শিকড় ধরে রাখা উচিত। আধুনিক সমাজে পল্লিসাহিত্যের কোনো উপাদান সম্পর্কেই মানুষ অবগত নয়। আধুনিকতার ছোঁয়ায় এগুলো লোপ পাচ্ছে। দিন দিন মানুষ নিজের অস্তিত্ব ভুলতে বসেছে। পটল্লিসাহিত্যের উপাদানগুলোকে মানুষ এখন অবহেলার দৃষ্টিতে দেখছে। যার ফলে নতুন প্রজন্ম এগুলো থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। উদ্দীপকের মিতুর এ গানগুলো না শোনার কারণও তাই। আলোচ্য প্রবন্ধে লেখকও উল্লেখ করেছেন, পল্লিগানগুলোকে এখন চাষাদের গান বলে আখ্যায়িত করা হয়। শহুরে গানের প্রভাবে পল্লিগান বিলুপ্ত হচ্ছে। তাই বলা যায় যে, 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের আলোকে শহুরে গানের প্রভাবেই মিতু এ গানগুলো শোনেনি।

(ঘ) "উদ্দীপকের মিতুই যেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র চাওয়া পল্লিজননীর মনোযোগী সন্তান– মন্তব্যটি যুক্তিযুক্ত এবং যথার্থ। প্রত্যেক জাতিরই নিজ নিজ পরিচয় রয়েছে। তাদের পূর্বপুরুষেরা তাদেরই পরিচয় বহন করেছে। তাই নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে জানতে হলে, আধুযনিকতার পাশাপাশি পূর্বপরিচয়ও ধরে রাখা উচিত, তার চর্চা করা উচিত। উদ্দীপকের মিতু গ্রামেড বেড়াতে গিয়ে বয়াতির কণ্ঠে গান শুনে মুগ্ধ হয়। তার মনে গানগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে। গানগুলো তার ভালো লাগে। তার বড় বোনের থিসিসের কাজে সে এই গানগুলো সংগ্রহ করে দেবে বলেও সিদ্ধান্ত নেয়। প্রবন্ধে লেখক উওেল্লখ করেছেন, একমাত্র এই দেশের জনগণ সচেতন হলেই এই পল্লিসাহিত্যের উন্নয়ন সম্ভব। দেশের জনগণ যদি মনোযোগী হয়ে কাজ করে তবেই কেবল এগুলো রক্ষা পাবে। যা উদ্দীপকের নিতুর মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে। উদ্দীপকের মিতুর যে উৎসাহ এবং আগ্রহ দেখা গেছে তা যদি বাংলার প্রত্যেক মানুষের থাকত তাহলে পল্লিসাহিত্যগুলো বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেত। প্রবন্ধে লেখকও এমন মতামত উপস্থাপন করেছেন। লেখক যে মনোযোগী সন্তানের কথা উল্লেখ করেছেন, উদ্দীপকের মিতুর মধ্যে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

০২। বাংলা প্রবাদ প্রবচনগুলো লোকসংস্কৃতির সেই সাধারণজনের সৃজনী প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে, যারা অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে অর্জন করছে এই সব প্রাবাদিক জ্ঞান। এই জ্ঞান তাই শত শত বছরকাল পেরিয়ে বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক বর্তমানেও নিজস্বতায় ভাস্বর হয়ে রয়েছে। কেননা, ওই কথামালায় লেগে আছে জন-মননের রূপাদল আর শাশ্বত চিন্তার ফসল।

(ক) পাণ্ডুয়া কিসের রাজধানী ছিল?

(খ) পল্লিজননীর বুকের কোণে কী লুকিয়ে আছে?

(গ) উদ্দীপকের সাথে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের সাদৃশ্য কোথায়? ব্যাখ্যা কর।

(ঘ) "উদ্দীপকটি 'পল্লিসাহিত্য প্রবন্ধের সম্পূর্ণ ভাবকে প্রতিফলিত করে না।"– মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

➲ ২নং প্রশ্নের উত্তর ➲

(ক) পাণ্ডুয়া বঙ্গের রাজধানী ছিল।

(খ) পল্লিজননীর বুকের কোণে সাহিত্যের অমূল্য খনি লুকিয়ে আছে। পল্লিবাংলা অমূল্য পল্লিসাহিত্য-সম্পদে ভরপুর। সাহিত্যের এই মহামূল্যবান সম্পদ পল্লির মাঠে, ঘাটে, আলো-বাতাসে পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে। সাহিত্যের ভাণ্ডারে দান করার মতো পল্লিসাহিত্যের সম্পদের অভাব নেই। কিন্তু অযত্ন ও অবহেলায় অনেক মূল্যবান সাহিত্য সম্পদ হারিয়ে যাচ্ছে। পল্লিজননীর বুকের কোণে লুকিয়ে থাকা এসব সাহিত্য সম্পদ আমাদের সংরক্ষণ করা উচিত।

(গ) উদ্দীপকের সঙ্গে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের সাদৃশ্য রয়েছে প্রবাদ প্রবচনে সাধারণ মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কথা বলায়। পল্লির অমূল্য সম্পদ ছড়িয়ে আছে পল্লির প্রতিটি জিনিসে। উপকথা, রূপকথা, প্রবাদ-প্রবচন, ডাক ও কণার বচন, মায়ের ঘুমপাড়ানি গান, খোকা-খুকির ছড়া, খেলার সঙ্গে বাঁধা বুলি এবং জারি, সারি, ভাটিয়ালি, মারফতি গানগুলোই পল্লির প্রাচীন সম্পদ। উদ্দীপকে বলা হয়েছে, বাংলা প্রবাদ-প্রবচনগুলো লোকসংস্কৃতির সেই সাধারণ মানুওেষর সৃজনশীল প্রতিভার চিহ্ন বহন করছে, যারা বিভিন্ন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এসব প্রাবাদিক জ্ঞান অর্জন করেছে। আর তাঁদের এসব জ্ঞান শত বছরের পুরনো হয়েও বর্তমান বিংশ শতাব্দীতেও নিজস্বতায় ভাস্বর হয়ে রয়েছে। আর এসব কথামালায় মিশ্রিত আছে জন-মননের রূপাদল আর শাশ্বত চিন্তার ফসল। অপরদিকে 'পল্লিসাহিত্য প্রবন্ধে লেখক প্রবাদ-প্রবচনের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, প্রবাদ বাক্যে অনেক যুগের ভূয়োদর্শনের পরিপক্ব ফল সঞ্চিত হয়ে আছে যা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। শুধু তাই নয়, জাতির পুরনো ইতিহাসের অনেক গোপন কথাও এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। হাজার বছরের পুরনো এসব প্রবাদ-প্রবচনের এখনও মানুষের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, এমনকি ভবিষ্যতেও থাকবে। উদ্দীপকে আলোচিত বিষয়ের সঙ্গে 'পল্লিসাহিত্য প্রবন্ধের লেখকের এই মতের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকের সাথে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের সাদৃশ্য রয়েছে।

(ঘ) "উদ্দীপকটি 'পল্লিসাহিত' প্রবন্ধের সম্পূর্ণ ভাবকে প্রতিফলিত করে না।"–মন্তব্যটি যথার্থ। পল্লির প্রতিটি জিনিসের মধ্যেই সাহিত্য ছড়িয়ে রয়েছে। এখানে শহরের মতো গায়ক, বাদক নর্তক না থাকলেও গানের অভাব নেই। পল্লির চারপাশে সাহিত্যের অনেক উপকরণ ছড়িয়ে আছে।

সাহিত্যের ভাণ্ডারে দান করার মতো পল্লির সম্পদেরও অভাব নেই। উদ্দীপকে বলা হয়েছে বাংলা প্রবাদ-প্রবচনগুলো লোকসংস্কৃতির সেই সাধারণ মানুওেষর সৃজনী প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে, যারা অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে অর্জন করছে এসব প্রবাদিক জ্ঞান। এই জ্ঞান তাই শত শত বছর কাল পেরিয়ে বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক বর্তমানেও নিজস্বতায় ভাস্বর হয়ে রয়েছে। কেননা ওই কথামালায় লেগে আছে জন-মননের রূপাদল আর শাশ্বত চিন্তার ফসল। অপর দিকে, 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক পল্লিগ্রামের চারদিকে কোকিল, দোয়েল, পাপিয়া প্রভৃতি পাখির কলগান, নদীর কুলকুল ধ্বনি, পাতার মর্মর শব্দ, শ্যামল শস্যের ভঙ্গিময় হেলাদোলার কথার বলেছেন। লেখক পল্লির মাঠে-ঘাটে, আলো-বাতাসে এমনকি পল্লির প্রতিটি পরতে পরতে যে সাহিত্য ছড়িয়ে রয়েছে সেই দিকটিও ফুটিয়ে তুলেছেন। পল্লির প্রাচীন সম্পদ যেমন– উপকথা, প্রবাদবাক্য, ডাক ও খনার বচন, ছড়া, মায়ের ঘুমপাড়ানি গান, খেলাধুলার সঙ্গে বাঁধা বুলি, জারি, সারি, ভাটিয়ালি, মারফতি গান, পল্লিগাথা প্রভৃতি লোকসাহিত্যের কথা লেখক তাঁর প্রবন্ধে ফুটিয়ে তুলেছেন পরম যত্নে। উদ্দীপকে আমরা প্রবাদ-প্রবচন সম্পর্কে তথ্য পেয়েছি। যা পল্লির প্রাচীণ সম্পদের একটি অংশকে নির্দেশ করে। অন্যদিকে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে পল্লির সাহিত্য যেমন, প্রবাদ-প্রবচন, খনার বচন, ছড়, রূপকথা, গান ইত্যাদির বিস্তারিত বর্ণনা প্রতিফলিত হয়েছে। এদিক থেকে দেখা যায়, "উদ্দীপকটি 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের সম্পূর্ণ ভাবকে প্রতিফলিত করে না।"

০৩। ১৯৬৩ সালের ২১শে ডিসেম্বর 'Folk Literary Advisory Committee'-র সপ্তদশ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একাডেমির সংগ্রাহকদেরকে লোকসাহিত্যের উপাদান সংগ্রহের সাথে সাথে বস্তুগত লোকসংস্কৃতির উপকরণ যেমন প্রাচীন মুদ্রা, হস্তলিখিত প্রাচীন পাণ্ডুলিপ, লোক অলঙ্কার, লোক-বাদ্যযন্ত্র, নকশি কাঁথা, নকশি শিকা, নকশি পাখা প্রভৃতিসহ লোকশিল্পের অন্যান্য উপাদান সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। মূলত তখন থেকেই মৌখিক সাহিত্যের উপাদানের পাশাপাশি লোকশিল্পের নিদর্শনাদি সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। বিভিন্ন জেলা থেকে ক্রয়ের মাধ্যমে সংগৃহীত লোকশিল্প নিদর্শন ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে বর্ধমান ভবনের নিচতলার বারান্দায় সাজিয়ে রাখা হয়।

(ক) কোথায় এক বিরাট পল্লিসাহিত্য ছিল?

(খ) অতীতের রূপকথা কীভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে?

(গ) উদ্দীপকের সঙ্গে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের বৈসাদৃশ্যের ক্ষেত্রটি চিহ্নিত কর।

(ঘ) "উদ্দীপকটিতে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের লেখকের মনের অভিব্যক্তিই প্রতিফলিত হয়েছে।"– উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।

➲ ৩নং প্রশ্নের উত্তর ➲

(ক) বাংলায় এক বিরাট পল্লিসাহিত্য ছিল।

(খ) আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশা স্রোতে অতীতের রূপকথা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পল্লিগ্রামে বুড়ো-বুড়ির মুখের যেসব কথা শুনে ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়ত সেগুলো কতই না মনোহর! কত চকমপ্রদ! আরব্য উপন্যাসের আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপ, আলিবাবা ও চল্লিশ দস্যু প্রভৃতির চেয়ে পল্লির উপকথাগুলোর মূল্য কোনো অংশে কম নয়। আধুনিক শিক্ষার কর্মনাশা স্রোতে সেগুলো বিস্মৃতির অতলগর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে। এখনকার শিক্ষিত জননী সন্তানকে আর রাখালের পিঠা গাছের কথা, রাক্ষসপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যার কথা, বা পঙ্খিরাজ ঘোড়ার কথা শোনান না, তাদের কাছে বলেন আরব্য উপন্যাসের গল্প কিংবা Lamb's Tales from Shakespeare-এর গল্পের অনুবাদ। ফলে সুদূর অতীতের এই রূপকথা নষ্ট হয়ে অতীতের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ লোপ করে দিচ্ছে। এভাবে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে অতীতের সব রূপকথা।

(গ) উদ্দীপকের সঙ্গে 'পল্লিসাহিত্য প্রবন্ধের বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহের বৈসাদৃশ্য রয়েছে। পল্লির প্রাচীন সম্পদের মধ্য দিয়ে পল্লিসাহিত্য তার পূর্ণতা লাভ করেছে। পল্লি উপকথা, পল্লি গান, প্রবাদবাক্য, ডাক ও খনার বচন, পল্লিগাথা এ সবকিছুই বাংলা লোক-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। উদ্দীপকে লোকসাহিত্যের উপাদান এবং লোকশিল্পের প্রাচীন মুদ্রা, হস্তলিখিত প্রাচীন পাণ্ডুলিপি, লোক-অলংকার, লোক-বাদ্যযন্ত্র, নকশিকাঁথা, নকশি শিকা, নকশি পাখা প্রভৃতি উপাদান সংগ্রহ করার কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে, 'পল্লিসাহিত্য' কপ্রবন্ধে লেখক পল্লিসম্পদের বিশেষ দিক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং এ প্রসঙ্গে তার অভিমত হলো উপযুক্ত গবেষক এবং আগ্রহী সাহিত্যিকদের উদ্যোগ ও চেষ্টায় সেই সম্পদগুলো সংগ্রহ করা একান্ত জরুরি। উদ্দীপকে লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি সংগ্রহের নির্দেশ এবং কার্যক্রম চালুর কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে, 'পল্লিসাহিত্য প্রবন্ধে পল্লির প্রাচীন সম্পদ সংগ্রহ করার মতামত ব্যক্ত হয়েছে। সংগ্রহের নির্দেশ কিংবা কার্যক্রম চালু হয়নি। তাই বলা যায় যে উদ্দীপকের সঙ্গে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের বৈসাদৃশ্য রয়েছে।

(ঘ) "উদ্দীপকটিতে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের লেখকের মনের অভিব্যক্তিই প্রতিফলিত হয়েছে।"– উক্তিটি যথার্থ। পল্লির অমূল্য রত্ন হলো পল্লিসাহিত্য। এক সময় বাংলায় যে বিরাট পল্লিসাহিত্য ছিল সময়ের ঘূর্ণিপাকে আজ তা ধ্বংসের পথে। পল্লির সাহিত্য সম্পদকে ধরে রাখতে হলে তা সংগ্রহ ও সংরক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ অত্যন্ত জরুরি। উদ্দীপকে ১৯৬৩ সালের ২১শে ডিসেম্বর 'Folk Literary Advisory Committe'-র সপ্তদশ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী একাডেমির সংগ্রাহকদেরকে লোকসাহিত্যের উপদান সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে বস্তুগত লোকসংস্কৃতির উপকরণ যেমন প্রাচীন মুদ্রা, হস্তলিখিত প্রাচীন পাণ্ডুলিপি, লোকঅলংকার, লোকবাদ্যযন্ত্র, নকশিকাঁথা, নকশি শিকা, নকশি পাখা প্রভৃতিসহ

লোকশিল্পের অন্যান্য উপাদান সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। মূলত তখন থেকেই মৌলিক সাহিত্যের উপাদানের পাশাপাশি লোকশিল্পের নিদর্শনাদি সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। বিভিন্ন জেলা থেকে ক্রয়ের মাধ্যমে সংগৃহীত লোকশিল্প নিদর্শন ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে বর্ধমান ভবনের নিচতলার বারান্দায় সাজিয়ে রাখা হয়। অন্যদিকে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক বাংলার পল্লিসাহিত্যের প্রাচীন সম্পদের আলোচনা করেছেন। পল্লির সাহিত্য সম্পদ সম্পর্কে তার অভিমত হলো পল্লিসাহিত্যের অমূল্য সম্পদগুলোকে সংগ্রহ করে রাখা ও লোকসাহিত্য সংরক্ষণ এবং প্রসারের জন্য বিশেষভাবে যত্নশীল হওয়া একান্ত প্রয়োজন। উদ্দীপকে লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি সংগ্রহের নির্দেশ এবং সেই নির্দেশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। অন্যদিকে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখকও লোকসংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রসারের জন্য পল্লিসাহিত্যের বিচিত্র সম্পদ আহরণের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেছেন। এসব দিক বিবেচনা করে তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকটিতে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের লেখকের মনের অভিব্যক্তিই প্রতিফলিত হয়েছে।

০৪। ও – ও জীর্ণ কাষ্ঠের একখান তরী,
তার উপরে এক সওয়ারী,
পাড়ি ধরছে অকূল দরিয়ায় ॥
ওরে ডওরায় পানি টুবুটুবু,
তাইতে তরী ডুবুডুবু
এখন ঢেউ উঠিলে হইবে অনুপায় ॥

(ক) রোমাঁ রোলাঁ কার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন?
(খ) সময় ও রুচির পরিবর্তনে কী ধ্বংসের পথে দাঁড়িয়েছে?– ব্যাখ্যা কর।
(গ) উদ্দীপকে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের কোন দিকটি উঠে এসেছে হয়েছে?
(ঘ) "উদ্দীপকটি 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের খণ্ডাংশ মাত্র।"– মন্তব্যটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

➲ ৪নং প্রশ্নের উত্তর ➲

(ক) রোঁমা রোলাঁ 'দেওয়ানা-মদিনা' পালার মদিনা বিবির সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছেন।

(খ) সময় ও রুচির পরিবর্তনে বাংলার পল্লিসাহিত্য অনাদৃত হয়ে ধ্বংসের পথে দাঁড়িয়েছে। এক সময় বাংলায় বিরাট পল্লিসাহিত্য ছিল। তখন নায়ের দাঁড়ি-মাঝি থেকে গৃহস্থের বউ-ঝি পর্যন্ত, বালক থেকে বুড়ো পর্যন্ত সবাই এগুলোর আনন্দ উপদেশ বিলাত। কিন্তু বর্তমানে পাড়াগাঁয়ের লোক ছাড়া সেগুলোর আর কেউ আদর করে না। তাই তার কঙ্কাল বিশেষ এখনও কিছু আছে। কিন্তু সময় ও রুচির পরিবর্তনে পল্লিসাহিত্য আজ ধ্বংসের পথে দাঁড়িয়েছে।

(গ) উদ্দীপকে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের ভাটিয়ালি গানের দিকটি উঠে এসেছে। সাহিত্যের অমূল্য খনি পল্লিজননীর বুকের কোণে লুকিয়ে রয়েছে। পল্লিসাহিত্যে পল্লির প্রাচীন সম্পদ নিহিত রয়েছে। পল্লির প্রাচীন সম্পদের মধ্যে একটি হলো পল্লিগান। উদ্দীপকে পল্লির অমূল্য রত্নবিশেষ ভাটিয়ালি গান উপস্থাপিত হয়েছে। এসব গান নদী-হাওড়ে মাঝি-মাল্লারা চিত্তবিনোদন, অবসর যাপন বা শ্রম লাঘবের জন্য গেয়ে থাকে। অন্যদিকে, 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক পল্লির অমূল্য সম্পদের কথা বলতে গিয়ে ভাটিয়ালি গানের কথা উল্লেখ করেছেন। পল্লিগানের এ অফুরন্ত ভাণ্ডার পল্লির বুকে ছড়ানো রয়েছে। তাতে কত প্রেম, কত আনন্দ, কত সৌন্দর্য, কত তত্ত্বজ্ঞান ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে! তাই বলা যায় যে, উদ্দীপকে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের অমূল্য সম্পদ ভাটিয়ালি গানের দিকটি উঠে এসেছে।

(ঘ) "উদ্দীপকটি 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের খণ্ডাংশ মাত্র।" মন্তব্যটি যথার্থ। পল্লিসাহিত্য বাঙালির প্রাণের সঙ্গে মিশে আছে। পল্লির বুকজুড়ে ছড়িয়ে থাকা পল্লিসাহিত্য আমাদের জীবনের কথা বলে। পল্লিসাহিত্যের বিভিন্ন উপাদান সাহিত্য সংরক্ষণ করা আমাদের কর্তব্য। উদ্দীপকে পল্লির অমূল্য রত্নবিশেষ, পল্লির প্রাচীন সম্পদ ভাটিয়ালি গানের একটি অংশ উদ্ধৃত হয়েছে। এসব গান সাধারণত মাঝি-মাল্লারা নদী, হাওর-বাওড়ে তাদের কাজের সময় পরিশ্রম বা ক্লান্তি দূর করার জন্য গেয়ে থাকে। তাছাড়া মাঝিরা এ গান বিনোদন ও অবসর সময় কাটানোর জন্যই গেয়ে থাকে। যা আমাদের অস্তিত্বের সাথে জড়িয়ে মিশে আছে। অন্যদিকে, 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক পল্লির বিরাট সম্পদের সুবিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। সেখানে তিনি পল্লির মাঠে-ঘাটে লুকায়িত সাহিত্য যেমন– উপকথা, প্রবাদবাক্য, ডাক ও খনার বচন, ছড়া, মায়ের ঘুমপাড়ানি গান, খেলাধুলার সঙ্গে বাঁধা বুলি, পল্লিগান পল্লিগাথা ইত্যাদি বিষয়ের কথা তুলে ধরেছেন। উদ্দীপকের পল্লির বিরাট প্রাচীন সম্পদের একটি দিক প্রতিফলিত হয়েছে। অন্যদিকে, আলোচ্য প্রবন্ধে পল্লির বিরাট লোকসাহিত্যের সম্পূর্ণ বর্ণনা ফুটে উঠেছে। তাই বলা যায় যে, "উদ্দীপকটি 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের খণ্ডাংশ মাত্র।"– মন্তব্যটি যথার্থ।

০৫। i) বিশ হাত করি ফাঁক,
আম কাঁঠাল পুঁতে রাখ।
ii) গাছ গাছালি ঘন রোবে না,
গাছ হবে তার ফল হবে না।
(ক) প্রত্নতাত্ত্বিক অর্থ কী?
(খ) প্রবাদ-প্রবচন বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর।
(গ) উদ্দীপকটিতে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের কোন দিকটির ইঙ্গিত রয়েছে?
(ঘ) "উদ্দীপকটি 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে প্রকাশিত পল্লিসাহিত্যের বিপুল সম্পদের একটি মাত্র বিষয় তুলে ধরেছে।"– বিশ্লেষণ কর।

➲ ৫নং প্রশ্নের উত্তর ➲

(ক) প্রত্নতাত্ত্বিক অর্থ পুরাতত্ত্ববিদ।

(খ) জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কোনো অভিজ্ঞতা যখন হৃদয়গ্রাহী ভাষারূপ লাভ করে তখন তাকে প্রবাদ-প্রবচন বলে। 'প্রবচন' মানে প্রকৃষ্ট যে বচন। সংক্ষেপে ও সুন্দরভাবে অনেক ক্ষেত্রে ছন্দমিল কিংবা উপমা প্রভৃতি ব্যবহার করে প্রবাদে সমাজের কোনো মূল্যবান অভিজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তায় প্রবাদ-প্রবচনগুলো অলংকারের কাজ করে। এতে বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। যেমন– 'দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা নেই'; 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' ইত্যাদি।

(গ) উদ্দীপকটিতে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধের খনার বচনের দিকটির ইঙ্গিত রয়েছে পল্লির প্রাচীন অমূল্য সম্পদের মধ্যে অন্যতম একটি সম্পদ হলো খনার বচন। খনা ছিলেন প্রাচীন ভারতের প্রখ্যাত মহিলা জ্যোতিষী। খনা তাঁর বচন রচনার জন্যই বেশি সমাদৃত। মূলত তিনি যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন সেগুলোই 'খনার বচন' নামে পরিচিত। উদ্দীপকে উদ্ধৃত হয়েছে পল্লিসাহিত্যের একটি বিশেষ সম্পদ খনার বচন। খনার বচনে ভূয়োদর্শনের পরিপক্ব ফল সঞ্চিত হয়ে আছে। জাতির পুরনো ইতিহাসের অনেক গোপন কথাও এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। অন্যদিকে 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক পল্লির অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্য সম্পদের পাশাপাশি খনার বচনের মতো অমূল্য সম্পদের কথাও স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

(ঘ) "উদ্দীপকটি পল্লিসাহিত্য সম্পদের একটি খণ্ডাংশ মাত্র।"– মন্তব্যটি যথার্থ। বাংলাদেশের জলবায় নির্ভর কৃষিতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশমূলক খনার ছড়াগুলো অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে রচিত বলে ধারণা করা হয়। প্রাচীন ভারতের প্রখ্যাত মহিলা জ্যোতিষী খনার ভবিষ্যদ্বাণীগুলোই 'খনার বচন' নামে পরিচিত। উদ্দীপকে উদ্ধৃত লাইন দুটি খনার বচন। খনা যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করতেন সেগুলো সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত ছিল। খনার বচনে বহু যুগের যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান সঞ্চিত আছে তা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। জীবনের অনেক তাত্ত্বিক বিষয় লুকিয়ে রয়েছে এই খনার বচনে। যেমন– উদ্দীপকেই বলা হয়েছে বিশ হাত ফাঁকা করে করে আম-কাঁঠালের গাছ লাগাতে। এ রকম বিভিন্ন জ্ঞানের সমাবেশ রয়েছে খনার বচনে। অন্যদিকে, 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে লেখক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ পল্লির সব প্রাচীন সাহিত্য সম্পদের কথা সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর মতে পল্লির অমূল্য সাহিত্য সম্পদ হলো– উপকথা, প্রবাদবাক্য, ডাক ও খচার বচন, খোকা-খুকির ছড়া, মায়ের ঘুমপাড়ানি গান, খেলাধুলায় বাঁধা বুলি, পল্লি-গান, রূপকথা, পল্লিগাথা ইত্যাদি। উদ্দীপকে শুধু খনার বচনের কথা উপস্থাপিত হয়েছে। অন্যদিকে, 'পল্লিসাহিত্য' প্রবন্ধে পল্লিসাহিত্য সম্পদ খনার বচন ছাড়াও অন্যান্য সাহিত্য সম্পদের বর্ণনা ফুটে উঠেছে। এই বিচারে বলা যায় যে, "উদ্দীপকটি পল্লিসাহিত্য সম্পদের একটি খণ্ডাংশ মাত্র।"– শীর্ষক মন্তব্যটি যথার্থ ও যুক্তিযুক্ত।